প্রবন্ধ

নবী মোস্তফার প্রিয় বাণী

মাওলানা মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান হাবিবী

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার

১.রঈসুল মোফাসসেরীন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন রাত্রি বেলায় তাহাজ্জুদের জন্য দাঁড়াতেন তখন ফরমাতেন, হে আল্লাহ্! সকল প্রশংসা তোমার জন্য, তুমি আসমান-জমিন এবং এর মধ্যকার সব কিছুর সুরক্ষক। তোমার জন্যই সকল প্রশংসা; কেননা তুমি আসমান-জমিন ও তার মধ্যকার সকল কিছুর নূর (জ্যোতি), তোমারই জন্য সকল প্রশংসা; তুমিই সত্য এবং তোমার অঙ্গীকার সত্য, তোমার মোলাকাত সত্য, তোমার বাণী সত্য, জান্নাত-জাহান্নাম সত্য, নবীগণ সত্য, মুহাম্মদ সত্য, কিয়ামত দিবস সত্য। হে আল্লাহ্! তোমার কাছেই আত্মসমর্পণ। তোমার উপরই ঈমান এনেছি এবং ভরসা তোমার উপর। প্রত্যাবর্তন তোমার দিকেই। তোমার সাহায্যেই শত্রুদের সাথে লড়াই করছি এবং তোমার কাছেই বিচার প্রার্থনা করছি। অতএব হে মা'বুদ! আমায় ক্ষমা করো পূর্বাপর যা করেছি। যা করেছি প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে। আর আমার ব্যাপারে তুমি অধিক জ্ঞাত। তুমিই কাউকে অগ্রগামী কর এবং তুমিই পশ্চাদ্গামী কর। তুমি ছাড়া কোন প্রভূ নেই আর তোমার বিকল্প কেউ নেই।[১]

আল্লাহ্ তা'আলার দান পরিপূর্ণ

২. হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, নবী-এ আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, আল্লাহ্ তা'আলার দানের হাত পরিপূর্ণ। তিনি এমনভাবে দিবারাত্রি মুষলধারে বৃষ্টির মত দান করেন যাতে কোন কমতিই নেই। তোমরা দৃষ্টিপাত করেছ কি? আসমান-জমিন সৃষ্টি থেকে নিয়ে তিনি কতই না খরচ করেছেন অথচ তাঁর হাতে যা ছিল তাতে একটুও কমেনি। তাঁর আরশ ছিল পানির উপর এবং তাঁর কুদরতী হাতেই মীযান; তিনি তা নিচু করেন আবার উপরেও উত্তোলন করেন।[২]

আল্লাহ্ এক তাঁর কোন শরীক নেই

৩. আমীরুল মু'মেনীন হযরত ওসমান বিন আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, হাবীবে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া কোন মা'বুদ বা উপাস্য নেই; এ বিশ্বাস আর আস্থা নিয়ে যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে, সে ব্যক্তি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে।[৩]

ঈমানের স্বাদ যে পেল

৪. হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যার মধ্যে তিনটি স্বভাব থাকবে, সে ঈমানের স্বাদ পাবে। ১. যার নিকট আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা সব কিছু থেকে অধিক হবে। ২. যে ব্যক্তি বান্দার সাথে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ভালোবাসা রাখে। ৩. যাকে আল্লাহ কুফর থেকে মুক্তি দেয়ার পর সে কুফরে পুণরায় ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার ন্যায় অপছন্দ করে।[৪]

৫. হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, ওই ব্যক্তিই ঈমানের স্বাদ উপভোগ করেছে, যে আল্লাহ রব, ইসলাম দ্বীন এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রাসূল হওয়ার উপর সন্তুষ্ট রয়েছে।[৫]

পাপ মার্জনার উপায়

৬. হযরত আমর ইবনে আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত - তিনি বলেন, আমি নবীজীর দরবারে ইসলাম

[১]. বুখারী ও মুসলিম শরীফ।

[২]. বুখারী ও মুসলিম শরীফ।
[৩]. মুসলিম শরীফ।
[৪]. বুখারী ও মুসলিম শরীফ।
[৫]. মুসলিম শরীফ।

গ্রহণের উদ্দেশ্যে হাযির হয়ে নিবেদন করলাম। হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করতে চাই; আপনার ডান হাত মোবারক বাড়িয়ে দিন। নবীজী তাঁর হাত বাড়ালেন; তবে আমি আমার হাত গুটিয়ে নিলাম। তখন নবীজী বলেন, হে আমর! তোমার কি হল? আমি বললাম, আমার একটি শর্ত আছে। তিনি বললেন, আবার কি শর্ত? আমি আরয করলাম, আমাকে যেন ক্ষমা করা হয়। তিনি এবার ইরশাদ করলেন, হে আমর! তুমি কি জাননা? ইসলাম কবুল করলে সকল পাপ মার্জনা করা হয়, হিজরত করলে তার পূর্বের গুনাহ্ মাফ করা হয় এবং হজ্ব করলে তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করা হয়।[৬]

ইসলামের ভিত পাঁচটি

৭. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, ইসলামের ভিত পাঁচটি। ১. আল্লাহ ছাড়া কোন প্রভু নেই, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয় বান্দা ও রাসূল; এটা সাক্ষী দেওয়া। ২. নামায প্রতিষ্ঠা করা। ৩. যাকাত প্রদান করা। ৪. হজ্ব আদায় করা ও ৫. মাহে রমজানে রোযা পালন করা।[৭]

সর্বোত্তম মুসলমান কে?

৮. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, ওই ব্যক্তিই সর্বোত্তম মুসলমান যার মুখ ও হাত থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে অর্থাৎ কষ্ট না পায়। আর আল্লাহ্ তা'আলা যা নিষেধ করেছেন তা যে ব্যক্তি পরিত্যাগ করেছে সেই প্রকৃত মুহাজির। এটা বুখারী শরীফের বর্ণনা। আর মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে, এক ব্যক্তি হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! মুসলমানগণের মধ্যে সর্বোত্তম কে? নবীজী ফরমালেন, যার মুখ (কথা) ও হাত থেকে সকল মুসলমান নিরাপদ থাকে।[৮]

খোদাভীরুতা অবলম্বন

৯. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত- রাসূলে দোজাহাঁ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে বলতেন, হে আল্লাহ্! আমি তোমার হেদায়াত তথা সুপথ প্রদর্শন, তাকওয়া তথা খোদাভীরুতা, পবিত্রতা ও অমুখাপেক্ষিতা প্রার্থনা করছি।[৯]

১০. হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, সৈয়্যদুল কওনাইন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। যে তার উপর অত্যাচার করবে না, তাকে অসহায় অবস্থায় ফেলে যাবে না এবং তাকে হেয় করবে না। নবীজী তাঁর সিনা মোবারকের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন- তাকওয়া এখানে, একথা তিনি তিন বার বললেন। লোকেরা নিকৃষ্ট হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে একজন মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, প্রতিটি মুসলমানের জান-মাল ও সম্মান অপর মুসলমানের জন্য সম্মান। এর উপর হস্তক্ষেপ করা অবৈধ।[১০]

পাপের কারণে আযাব আসে

১১. হযরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, আমি রহমতে দো আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি, যে জাতির মধ্যে কোন লোক পাপ কার্যে লিপ্ত হয়, আর সেই জাতির লোকেরা শক্তি-সামর্থ থাকার পরও ওই ব্যক্তিকে বিরত না রাখে, আল্লাহ্ তা'আলা সেই জাতির উপর মৃত্যুর পূর্বেই ভয়াবহ আযাব অবতীর্ণ করবেন।[১১]

নবী প্রেমই ঈমানের পূর্বশর্ত

১২. হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, তোমরা কেউই মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ আমি তার কাছে তার মাতা-পিতা, ছেলে-মেয়ে এবং সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রি না হব।[১২]

---

[৬]. মুসলিম শরীফ।
[৭]. বুখারী ও মসিলম শরীফ।
[৮]. বুখারী ও মুসলিম শরীফ।
[৯].মুসলিম শরীফ।
[১০]. মুসলিম শরীফ।
[১১]. আবু দাউদ শরীফ।
[১২]. বুখারী ও মুসলিম শরীফ।

নবীজীর ভালোবাসাই মু'মিনের ইবাদত

১৩. হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, এক ব্যক্তি দরবারে রেসালতে এসে আরয করল, হে আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল! কেয়ামত কখন হবে? উত্তরে নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, কেয়ামতের জন্য তুমি কী প্রস্তুতি নিয়েছ? লোকটি আরয করলো, তজ্জন্য আমি তেমন কোন প্রস্তুতি নিতে পারিনি; তবে আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। এবার হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফরমালেন, "তুমি যাকে ভালোবাস কেয়ামত দিবসে তুমি তার সাথেই থাকবে।" এ হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইসলামের আবির্ভাবের পরে আমি মুসলমানদেরকে এরূপ আর খুশি হতে দেখিনি, যেরূপ একথা শুনে খুশি হয়েছেন।[১৩]

আল্লাহর প্রি হাবীব রহমতের নবী

১৪. হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, একদিন (সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর পক্ষ থেকে) আরয করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! মুশরিকদের উপর অভিশাপ করুন, নবীজী ফরমালেন, আমাকে লা'নতকাকারী হিসেবে পাঠানো হয়নি, আমাকে রহমত হিসেবে পাঠানো হয়েছে।[১৪]

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অতুলনীয় নবী

১৫. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, আমাকে বলা হল যে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বসে নামায আদায়রত অবস্থায় পেলাম। (এই ব্যতিক্রম দৃশ্য দেখে) আমি তাঁর মস্তক মোবারকে হাত রাখলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবদুল্লাহ্ বিন আমর! তোমার কী হল? তখন আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে বলা হয়েছে যে, আপনি নাকি ফরমায়েছেন, বসে নামায আদায়কারী অর্ধেক নামাযের সওয়াব পাবে। এখন দেখছি আপনি স্বয়ং বসে নামায আদায় করছেন। তিনি ফরমালেন, হাঁ! (যা শুনেছ সত্য শুনেছ)। তবে আমি তোমাদের কারো মত নই। অর্থাৎ তোমাদের কারো সাথে আমার তুলনা হয় না।[১৫]

১৬.হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূলে আত্বহার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'বেছাল' করতে (রাত্রি বেলায় পানাহার কিছুই ছাড়া লাগাতার রোযা রাখা) নিষেধ করেছেন। একদা এক ব্যক্তি আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল? আপনি সে বেছাল করেন? তখন নবীজী ফরমালেন, তোমাদের মধ্যে আমার মত কে আছ? (অর্থাৎ কেউ নেই) কেননা আমি ঘুমাই অথচ আমার রব আমাকে পানাহার করান।[১৬]

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর বিশেষত্ব

১৭. হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূলে মক্কী মদনী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, ছয়টি বিষয়ে আমাকে অন্যসব নবীর উপর ফজিলত দেওয়া হয়েছে। ১. আমাকে জামেউল কালাম দেওয়া হয়েছে, ২. রো'ব বা ভক্তিপ্রযুক্তি ভয় দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে, ৩. গনীমতের মাল আমার জন্য বৈধ করা হয়েছে, ৪. সমগ্র জমিনকে আমার জন্য মসজিদ এবং পবিত্রতার উপাদান দেয়া হয়েছে, ৫. সমগ্র সৃষ্টির জন্য আমাকে নবীরূপে প্রেরণ করা হয়েছে, ও ৬. আমাকে দিয়ে নবী প্রেরণের প্রথার সমাপ্তি করা হয়েছে।[১৭]

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাউজে কাউসারের মালিক

১৮. হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, তাজেদারে মদিনা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, আমার হাউজের (কাউসার) দৈর্ঘ্য আয়লা হতে আদনের মধ্যবর্তী দূরত্বের চাইতেও অধিক হবে। এর পানি হবে স্বচ্ছ, বরফ থেকে বেশি শুভ্র, আর দুধ মিশানো মধুর চাইতেও অধিক মিষ্ট।

নক্ষত্রের সংখ্যা অপেক্ষা-এর পানপাত্র সংখ্যা বেশী

আমি (ভিন্ন উম্মতের) মানুষদেরকে আমার হাউজে আসতে বাধা দেব। যেমন কোন ব্যক্তি তার নিজস্বকূপে অন্য লোকের উটকে পানির জন্য আসতে বাধা দেয়। সাহাবায়ে

[১৩]. বুখারী ও মুসলিম শরীফ।
[১৪].মুসলিম শরীফ।
[১৫].মুসলিম শরীফ।
[১৬].বুখারী ও মুসলিম শরীফ।
[১৭]. মুসলিম শরীফ।

কেরাম আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি সে দিন আমাদের চিনবেন? তিনি ফরমালেন, হাঁ! তোমাদের জন্য এমন চিহ্ন থাকবে যা অন্য কোন উম্মতের থাকবে না। তোমরা আমার কাছে অজুর চিহ্ন 'গেররান মোহাজ্জেলীন' অর্থাৎ হাত, পা এবং মুখমন্ডল অজুর নিদর্শন স্বরূপ বিশেষ উজ্জ্বলতা নিয়ে আসবে।[১৮]

হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিশ্ব ভাণ্ডারের মালিক

১৯. হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, আমাকে প্রতাপান্বিত করে (ভীতিদ্বারা) সাহায্য করা হয়েছে। আর আমি প্রাপ্ত হয়েছি জামেউল কালাম (অর্থাৎ বস্তুগত ও ভাবগত সব ধরনের শব্দ ও বুলির সমন্বিত ভাষা জ্ঞান দ্বারা আমাকে সমৃদ্ধ করা হয়েছে) উপাধি। আর আমি তখন ছিলাম নিদ্রিত। এমতাবস্থায়, বিশ্ব ভান্ডারের চাবিগুলো আমার নিকট নিয়ে আসা হয় এবং আমার হাতে অর্পণ করা হয়।[১৯]

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মকামে মাহমুদের মালিক

২০. হযরত কা'ব বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, কেয়ামত দিবসে সকল মানুষের পুনরুত্থান হবে। আমি উম্মতকে নিয়ে একটি টিলার উপর অবস্থান করব। আমাকে আমার রব সবুজ পোশাক পরিধান করাবেন। অতঃপর আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। আল্লাহর মর্জি অনুযায়ী আমি আরয করব এবং সেটিই হবে 'মকামে মাহমুদ'।[২০]

[১৮]. মুসলিম শরীফ।

[১৯]. মুসলিম শরীফ।

[২০]. মুসনাদে ইমাম আহমদ।

লেখক: চরণদ্বীপ রজভীয়া ইসলামিয়া মাদরাসার প্রভাষক